যুগান্তর

তারিখ 13 APR 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

# ক্লাসে ঢুকে ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করায় ধামরাইয়ে তোলপাড়

**ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি**

ঢাকার ধামরাইয়ে ঐতিহ্যবাহী লর্ড হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে ঢুকে ক্লাস চলাকালে তিন বখাটে এক ছাত্রীকে সবার সামনে জড়িয়ে ধরে জোরপূর্বক চুমু খাওয়ার ঘটনা নিয়ে ধামরাইজুড়ে ব্যাপক তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনাটি ঘটেছে ওই বিদ্যালয়েরই দুই ছাত্রের সহযোগিতায়। এ ঘটনার পর ওই স্কুলছাত্রী স্কুলে আসা ছেড়ে দিলেও বখাটে যুবকরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। তিনি ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছেন। ফলে তার বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ আনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ছাত্রীদের অভিভাবকরা হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে এসে কর্তৃপক্ষের কাছে বিচার প্রার্থনা করেছেন। প্রকাশ্যে এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনায় স্কুলগামী অন্য ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ধামরাই লর্ড হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের ভোকেশনাল বিভাগের নবম শ্রেণীর ছাত্র ও ধামরাই পৌর শহরের পাঠানটোলা মহল্লার বাসিন্দা মোঃ আকাশ ওরফে শুভ এবং একই বিভাগের ছাত্র ও সাভারের আউলিয়ার চাকল গ্রামের বাসিন্দা শিহাবের সহযোগিতায় শুভর খালাতো ভাই মানিকগঞ্জের মোঃ দীপ নামের এক বখাটে যুবককে সঙ্গে নিয়ে বুধবার বিকালে ক্লাস চলাকালীন লর্ড হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের দোতলায় মেয়েদের দিবা শাখায় প্রবেশ করে। এরপর সবার সামনেই দীপ নামের ওই বখাটে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী এবং আন্তর্জাতিক বাটা সু কোম্পানির কর্মকর্তা মোঃ রোস্তম আলীর মেয়ে আফিয়া শিকিকা স্মৃতিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জড়িয়ে ধরে মুখে চুমু খায়। এ ঘটনায় সবাই একদম হতবাক হয়ে যায়, স্মৃতিও হয়ে পড়ে বাকরুদ্ধ। এদিকে ওই বখাটে বীরদর্পে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে বিদ্যালয়ের মাঠে এসে দীর্ঘ সময় আড্ডা দেয়। ফলে ওই স্কুলছাত্রী অন্য সহপাঠীদের সহায়তায় পৌর শহরের তালতলা মহল্লায় তাদের বাড়িতে পৌঁছে। এরপরও ওই তিন বখাটের বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষক শিকদার আবদুল আলী কোন ব্যবস্থা না নিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। তিনি নাকি বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ারও চেষ্টা করছেন। বৃহস্পতিবার দিনভর হার্ডিঞ্জ মাঠে ওই বখাটে অবাধে ঘুরে বেড়ালেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ওই ছাত্রীর পিতা রোস্তম আলীসহ অন্য অভিভাবকরা বৃহস্পতিবার সকালে হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে আসেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেন। তারা ওই প্রধান শিক্ষকের আচরণে দারুণভাবে ক্ষুব্ধ এবং তাদের স্কুলগামী মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানান। এ ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের অভিভাবক প্রতিনিধি মোঃ তুলমত আলী টুলু। এ ব্যাপারে ধামরাই উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাহিদুজ্জামানের সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানান, প্রধান শিক্ষক বিষয়টি আমাদের জানাননি। জানালে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে বখাটেদের শাস্তি দেয়া যেত। তবে বিষয়টি খুবই ন্যক্কারজনক ও দুঃখজনক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অসদাচরণ খুবই আপত্তিকর। এ ব্যাপারে পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার বজলুল করিম জানান, বখাটেদের বিচার হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে হুমকির মুখে পড়তে হবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।